রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৭ সনের ৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ৯, ২০১৭

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৯—৭৫
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৬৫—২২৩
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১—৩১
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৫—১৫০
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খন্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৯
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) . . . . ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০১ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৯৮০-বিচার-৩/১ডি-০৩/২০১৬—যেহেতু, কক্সবাজারের সাবেক জেলা ও দায়রা জজ বর্তমানে জামালপুর এর বিশেষ জজ (জেলা জজ) জনাব মোঃ মোক্তার আহমেদ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ০৩/২০১৬ নং বিভাগীয় মোকদ্দমা রুজু করা হয়েছিল; এবং

যেহেতু, কক্সবাজারের সাবেক জেলা ও দায়রা জজ বর্তমানে জামালপুর এর বিশেষ জজ (জেলা জজ) জনাব মোঃ মোক্তার আহমেদ এর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৩/২০১৬ নং বিভাগীয় মোকদ্দমায় আনীত অভিযোগের দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ কামনা করলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সরকারের সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করেন;

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে কক্সবাজারের সাবেক জেলা ও দায়রা জজ বর্তমানে জামালপুর এর বিশেষ জজ (জেলা জজ) জনাব মোঃ মোক্তার আহমেদ-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৩/২০১৬ নং বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

নং ৯৮৮-বিচার-৩/১ডি-০৯/১৪—যেহেতু, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাবেক চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমানে পঞ্চগড়ের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ জনাব কে, এম, মোস্তাকিনুর রহমান এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ০৯/২০১৪ নং বিভাগীয় মোকদ্দমা রুজু হয়েছিল; এবং

যেহেতু, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাবেক চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমানে পঞ্চগড়ের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ জনাব কে, এম, মোস্তাকিনুর রহমান এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৯/২০১৪ নং বিভাগীয় মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে উক্ত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ কামনা করলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সরকারের সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করেন;

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাবেক চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমানে পঞ্চগড়ের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ জনাব কে, এম, মোস্তাকিনুর রহমানকে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৯/২০১৪ নং বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৯৭৯-বিচার-৩/১ডি-১৬/২০১০—যেহেতু, সিরাজগঞ্জের সাবেক অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমানে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা জজ জনাব টি, এম, মুসা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ১৬/২০১০ নং বিভাগীয় মোকদ্দমা রুজু করা হয়েছিল; এবং

যেহেতু, জনাব টি, এম, মুসা এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ১৬/২০১০ নং বিভাগীয় মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় উক্ত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সরকারের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট একমত পোষণ করেন;

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে সিরাজগঞ্জের সাবেক অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমানে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা জজ জনাব টি, এম, মুসা-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ১৬/২০১০ নং বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৯৭৮-বিচার-৩/১ডি-০১/২০১৬—যেহেতু, কুড়িগ্রামের সাবেক চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পরবর্তীতে টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত জেলা জজ বর্তমানে দিনাজপুরের বিশেষ জজ (জেলা জজ) জনাব মোঃ রেজাউর করিম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ০১/২০১৬ নং বিভাগীয় মোকদ্দমা রুজু করা হয়েছিল; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল করিম সরকার এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০১/২০১৬ নং বিভাগীয় মামলায় ব্যক্তিগত শুনানী অন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগের দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত সরকারের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট একমত পোষণ করেন;

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে কুড়িগ্রামের সাবেক চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পরবর্তীতে টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত জেলা জজ বর্তমানে দিনাজপুরের বিশেষ জজ (জেলা জজ) জনাব মোঃ রেজাউল করিম সরকারকে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০১/২০১৬ নং বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ, ২৪ নভেম্বর ২০১৬

নং আর-৬/৭এন ২৭/২০১৬-৭২৯—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে মানিকগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ সিরাজুল হক, পিতা-জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে সকার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ৩০ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-২৯/২০১৬-৭৩০—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব উম্মে শবনব মোস্তারী, পিতা-জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা তালুকদার-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে সকার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপ-সচিব (প্রশাসন-২)।

বিচার শাখা-৭

তারিখ, ২২ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-৫৬/২০০৪-৬২৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, পিতা-মোঃ জিয়াউর রহমান, মাতা-মোছাঃ রহিমা খাতুন, গ্রাম-কুনিয়া, ডাকঘর-কার্পাসডাঙ্গা, উপজেলা-দামুড়হুদা, জেলা-চুয়াডাঙ্গা)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ৮নং নাটুদাহ ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

জি, এম, নাজমুছ শাহাদাৎ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ নভেম্বর ২০১৬

নং ২৮.০১৩.০০২.০২.০০.০৩৫.২০১১-৩৯৬—বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৫ ও ২০১০ সালে সংশোধিত) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এনার্জি রগুলেটরি কমিশন এর চেয়ারম্যান নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিতভাবে বাছাই কমিটি গঠন করা হল ঃ

আহবায়ক

(১) জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি

সদস্যবৃন্দ

(২) কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, বাংলাদেশ

(৩) সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি), চেয়ারম্যান

কার্যপরিধি ঃ

(ক) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৫ ও ২০১০ সালে সংশোধিত) আইন অনুসারে কমিটি চেয়ারম্যান নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করবে ;

(খ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগের নিমিত্ত কমিটি উপযুক্ত দু'জনের নাম সুপারিশ করবে;

(গ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রাপ্তির ২(দুই) সপ্তাহের মধ্যে কমিটি সুপারিশ প্রদান করবে।

২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-৩) বাছাই কমিটি'কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অপারেশন)।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ নভেম্বর ২০১৬

নং ১২.০০.০০০০.০৫২.২৮.০০৩.১৬.৯৫৯—গত ০৭ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের ০৩ জুন ২০১৪ তারিখের ১২.০৫২.০২৮.০০.০০.০০১.২০১০ (অংশ-২)-১০৪৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের 'ঘ' এ বর্ণিত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৭৩টি হর্টিকালচার সেন্টারের মধ্যে ০৫টি নাম পরিবর্তন এবং নতুন ০২টি হর্টিকালচার সেন্টারের নাম সংযোজনপূর্বক নিম্নোক্তভাবে অনুমোদন করা হলোঃ

(ঘ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন (৭৩+০২)=৭৫টি হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	হর্টিকালচার সেন্টার (ক্যাটাগরী-১)	ক্রমিক নং	হর্টিকালচার সেন্টার (ক্যাটাগরী-২)	ক্রমিক নং	হর্টিকালচার সেন্টার (ক্যাটাগরী-৩)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	হর্টিকালচার সেন্টার, সোবহানবাগ, সাভার, ঢাকা	১	হর্টিকালচার সেন্টার, গুলশান, ঢাকা	১	হর্টিকালচার সেন্টার, নাওজোড়, গাজীপুর
২	হর্টিকালচার সেন্টার, মৌচাক, গাজীপুর	২	হর্টিকালচার সেন্টার, রাজালাখ, সাভার, ঢাকা	২	হর্টিকালচার সেন্টার, ভবানীপুর, গাজীপুর
৩	হর্টিকালচার সেন্টার, জামালপুর	৩	হর্টিকালচার সেন্টার, ফলবাগান, টাংগাইল	৩	হর্টিকালচার সেন্টার, পোড়াবাড়ি, গাজীপুর
৪	হর্টিকালচার সেন্টার, কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহ	৪	হর্টিকালচার সেন্টার, ধনবাড়ী, টাংগাইল	৪	হর্টিকালচার সেন্টার, সরারচর, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ
৫	হর্টিকালচার সেন্টার, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ	৫	হর্টিকালচার সেন্টার, মেহেদীবাগ, সিলেট	৫	হর্টিকালচার সেন্টার, নরসিংদী

১	২	৩	৪	৫	৬
৬	হর্টিকালচার সেন্টার, ভাজনডাঙ্গা, ফরিদপুর	৬	হর্টিকালচার সেন্টার, লংগদু রাংগামাটি	৬	হর্টিকালচার সেন্টার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
৭	হর্টিকালচার সেন্টার,কল্যাণপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭	হর্টিকালচার সেন্টার, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী	৭	হর্টিকালচার সেন্টার, কাশিয়াডাংগা, রাজশাহী
৮	হর্টিকালচার সেন্টার, নাটোর	৮	হর্টিকালচার সেন্টার, ঈশ্বরদী, পাবনা	৮	হর্টিকালচার সেন্টার, রামচন্দ্রপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৯	হর্টিকালচার সেন্টার, ঝিলংজা, কক্সবাজার	৯	হর্টিকালচার সেন্টার, মাগুরা	৯	হর্টিকালচার সেন্টার, ফুলদিঘী, বগুড়া
১০	হর্টিকালচার সেন্টার, টেবুনিয়া, পাবনা	১০	হর্টিকালচার সেন্টার, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	১০	হর্টিকালচার সেন্টার, ঝিনাইদহ
১১	হর্টিকালচার সেন্টার, বুড়িরহাট, রংপুর	১১	হর্টিকালচার সেন্টার, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি	১১	হর্টিকালচার সেন্টার, খুলনা টাউন, খুলনা
১২	হর্টিকালচার সেন্টার, খয়েরতলা, যশোর	১২	হর্টিকালচার সেন্টার, মাটিরাংগা, খাগড়াছড়ি	১২	হর্টিকালচার সেন্টার, জেলরোড, কুষ্টিয়া
১৩	হর্টিকালচার সেন্টার, দৌলতপুর, খুলনা	১৩	হর্টিকালচার সেন্টার, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি	১৩	হর্টিকালচার সেন্টার, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও
১৪	হর্টিকালচার সেন্টার, বারাদী, মেহেরপুর	১৪	হর্টিকালচার সেন্টার, আসামবস্তি, রাংগামাটি	১৪	হর্টিকালচার সেন্টার, চুয়াডাংগা
১৫	হর্টিকালচার সেন্টার, রহমতপুর, বরিশাল	১৫	হর্টিকালচার সেন্টার, কাপ্তাই, রাংগামাটি	১৫	হর্টিকালচার সেন্টার, ইছাকাঠি, বরিশাল
১৬	হর্টিকালচার সেন্টার, শাসনগাছা, কুমিল্লা	১৬	হর্টিকালচার সেন্টার, আজিজনগর, বান্দরবান	১৬	হর্টিকালচার সেন্টার, পটুয়াখালী
১৭	হর্টিকালচার সেন্টার, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ	১৭	হর্টিকালচার সেন্টার, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ	১৭	হর্টিকালচার সেন্টার, বরগুনা
১৮	হর্টিকালচার সেন্টার, রাজবাড়ী	১৮	হর্টিকালচার সেন্টার, ভাতুরিয়া, নাটোর	১৮	হর্টিকালচার সেন্টার, দেওয়ানহাট, চট্টগ্রাম
১৯	হর্টিকালচার সেন্টার, রামু, কক্সবাজার	১৯	হর্টিকালচার সেন্টার, নারানখাইয়া, খাগড়াছড়ি	১৯	হর্টিকালচার সেন্টার, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী
২০	হর্টিকালচার সেন্টার, পাঁচগাছিয়া, ফেনী	২০	হর্টিকালচার সেন্টার, বালুখালী, রাংগামাটি	২০	হর্টিকালচার সেন্টার, টাংগাইল
২১	হর্টিকালচার সেন্টার, রামগড়, খাগড়াছড়ি	২১	হর্টিকালচার সেন্টার, নানিয়ারচর, রাংগামাটি		
২২	হর্টিকালচার সেন্টার, জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট	২২	হর্টিকালচার সেন্টার, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান		
২৩	হর্টিকালচার সেন্টার, খেজুরবাগান, খাগড়াছড়ি	২৩	হর্টিকালচার সেন্টার, শোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ		
২৪	হর্টিকালচার সেন্টার, দিনাজপুর	২৪	হর্টিকালচার সেন্টার, গৌরিপুর, ময়মনসিংহ		
২৫	হর্টিকালচার সেন্টার, বালাঘাটা, বান্দরবান	২৫	হর্টিকালচার সেন্টার, ফলবিথী, আসাদগেট, ঢাকা		
২৬	হর্টিকালচার সেন্টার, বনরূপা, রাংগামাটি	২৬	হর্টিকালচার সেন্টার, খোকশাবাড়ি, সিরাজগঞ্জ		
২৭	হর্টিকালচার সেন্টার, মাদারীপুর				
২৮	হর্টিকালচার সেন্টার, বনানী, বগুড়া				
২৯	হর্টিকালচার সেন্টার, বদলগাছী, নওগাঁ				

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী
উপসচিব।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৩/৩০ নভেম্বর ২০১৬

নং ২৫.০১৮.০০৫.০০২.০০.০৩৮.২০১৫-৪০৬—যেহেতু, বেগম খন্দকার নুসরাত ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) রিজার্ভ), গণপূর্ত অধিদপ্তর যুক্তরাষ্ট্রে ০১(এক) বছরের শিক্ষা ছুটি ভোগ শেষে পুনরায় ০১(এক) বছরের শিক্ষা ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করেন। গণপূর্ত অধিদপ্তরের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে তার শিক্ষা ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা ছুটির জন্য দাখিলকৃত অফার লেটারটির সঠিকতা যাচাই করে ভুয়া প্রমাণিত হওয়ায় তার শিক্ষা ছুটি বাতিল করে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। সে কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) ও (সি) মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৪-১১-২০১৫ তারিখের ২৫.০১৮.০০৫.০০২.০০. ০৩৮.২০১৫-৩৯৬ নম্বর স্মারকমূলে কারণ দর্শানো নোটিশ (অভিযোগ বিবরণীসহ) রেজিস্টার্ড উইথ এডিযোগে তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর নোটিশের কোনো জবাব প্রদান করেননি এবং ডাক বিভাগ হতে কারণ দর্শানো নোটিশটি "প্রাপক বর্তমানে বিদেশ অবস্থান করায় বিলি করা গেল না" মন্তব্যসহ ফেরত পাওয়া যায়। ন্যায়বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপসচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার নথি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪ এর উপবিধি (৩) এর (ডি) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from Service) গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অভিযুক্তকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশেরও কোনো জবাব দাখিল করেননি ;

যেহেতু, বেগম খন্দকার নুসরাত ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) (রিজার্ভ) কে "চাকরি হতে বরখাস্ত" করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রেখে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৭) এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কনসালটেনশন রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর প্রবিধান ৬ অনুযায়ী কমিশনের মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন হতে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from Service) গুরুদণ্ড আরোপের কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করা হয় ;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪ এর উপবিধি (৩) এর (ডি) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from Service) করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বেগম খন্দকার নুসরাত ইসলাম কে "চাকরি হতে বরখাস্ত করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, বেগম খন্দকার নুসরাত ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) (রিজার্ভ), গণপূর্ত অধিদপ্তর কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) ও (সি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" "ডিজারশন" এর প্রমাণিত অভিযোগ দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর (৩) এর (ডি) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from Service) করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/৩০ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৪.০০.০০০০.০৫১.৯৯(কমিটি).২০১৬-১১৩—যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ এর ৫(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুবকল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ড নিম্নরূপভাবে গঠন করা হলো ঃ

(১)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	ঃ	চেয়ারম্যান
(২)	মাননীয় উপমন্ত্রী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	ঃ	ভাইস-চেয়ারম্যান
(৩)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	ঃ	সচিব
(৪)	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।	ঃ	সদস্য (পদাধিকারবলে)
(৫)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।	ঃ	সদস্য (পদাধিকারবলে)
(৬)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	ঃ	সদস্য (পদাধিকারবলে)
(৭)	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।	ঃ	সদস্য (পদাধিকারবলে)
(৮)	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।	ঃ	সদস্য (পদাধিকারবলে)
(৯)	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।	ঃ	সদস্য (পদাধিকারবলে)
(১০)	ড. মিহির কান্তি মজুমদার চেয়ারম্যান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঢাকা।	ঃ	সরকার মনোনীত সদস্য
(১১)	মেজর জেনারেল (অবঃ) জীবন কানাই দাস, কান্ট্রি ডিরেক্টর, স্যার উইলিয়াম বেভারেজ ফাউণ্ডেশন, ঢাকা।	ঃ	সরকার মনোনীত সদস্য
(১২)	জনাব মৌসুমী ইসলাম, সভানেত্রী, এসোসিয়েশন অব গ্রাসরুটস ওমেন এন্টারপ্রেনারস বাংলাদেশ (এজিডব্লিউইবি), ঢাকা।	ঃ	সরকার মনোনীত সদস্য
(১৩)	জনাব দুলাল বিশ্বাস, সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় যুব সংগঠন ফেডারেশন, ঢাকা।	ঃ	সরকার মনোনীত সদস্য

২। উক্ত আইনের ৫(২) ধারা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের (ক্রমিক ১০ থেকে ১৩) মেয়াদ পরবর্তী ২(দুই) বছরের জন্য বহাল থাকবে।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৪.০০.০০০০.০৫১.৯৯(কমিটি).২০১৬-১১৪—যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ এর ৮(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিলেকশন কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করা হলো ঃ

(১)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	ঃ	সভাপতি
(২)	সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	ঃ	সদস্য
(৩)	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর অথবা তদকর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন প্রতিনিধি।	ঃ	সদস্য
(৪)	মহাপরিচালক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর অথবা তদকর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন প্রতিনিধি।	ঃ	সদস্য
(৫)	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অথবা তদকর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন প্রতিনিধি।	ঃ	সদস্য
(৬)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অথবা তদকর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি।	ঃ	সদস্য
(৭)	জনাব নঈম নিজাম, সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন।	ঃ	সরকার মনোনীত সদস্য
(৮)	জনাব শমী কায়সার, সদস্য, খেলাঘর, ঢাকা।	ঃ	সরকার মনোনীত সদস্য
(৯)	সংশ্লিষ্ট উপসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	ঃ	সদস্য-সচিব

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কামরুল হাসান
সিনিয়র সহকারী সচিব (যুব-১)।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ (শৃঙ্খলা) শাখা

আদেশ

তারিখ: ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৩/০৪ ডিসেম্বর ২০১৬

নং ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.১৭৫.১১-২৪৮—যেহেতু, জনাব নূর আহম্মদ হোসেন, প্রাক্তন ডিএমই (লোকো), চট্টগ্রাম বর্তমানে বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (কারখানা), বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর, নীলফামারী গত ১৭-০৭-২০০৭ খ্রি. তারিখ হতে ২৭-১০-২০০৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালে পাহাড়তলী লোকোসেডের লোকোমোটিভ প্লাটফরম, ডকপিট ও নর্দামা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান ও এ সংক্রান্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং ১৫০ তারিখ: ১৩-০৭-২০১১খ্রি, রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারিপূর্বক অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়।

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব নূর আহম্মদ হোসেন, বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (কারখানা), বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর আবেদন জানালে গত ১৭-১০-২০১১ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানী পর্যালোচনান্তে বিষয়টি তদন্ত হওয়া প্রয়োজন মর্মে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়।

৩। যেহেতু, মামলাটি তদন্ত করার জন্য প্রথমে গত ২৮-১২-২০১১ তারিখে ১৭৬৫নং স্মারকের মাধ্যমে জনাব মো: আকবর হুসাইন, যুগ্ম-সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়কে নিয়োগ করা হলে তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত ব্যক্ত করনে। অত:পর ১২-০৯-২০১৫ তারিখে ১৫৩ নং স্মারকের মাধ্যমে ২য়বারের মত জনাব মো: হেমায়েত হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে নিয়োগ করা হলে তদন্ত সম্পাদন অন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মো: নূর আহম্মদ হোসেন, বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (কারখানা), বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর, নীলফামারী এর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

৪। সেহেতু, জনাব নূর আহম্মদ হোসেন, প্রাক্তন ডিএমই (লোকো), চট্টগ্রাম বর্তমানে বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (কারখানা), বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর, নীলফামারী এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর অভিযোগে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৫) উপ-বিধি মোতাবেক অব্যাহতে প্রদান করা হল।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন
সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখঃ ২৫ অক্টোবর ২০১৬/১০ কার্তিক ১৪২৩

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৯.১৫-২৯১—যেহেতু, জনাব আহসান উদ্দিন আহমেদ (পরিচিতি নম্বর ৬০১৯৪৪), নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:) (সাময়িকভাবে বরখাস্ত), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা [প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:], সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগ] সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালনকালে সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগের অধীন ঢাকা (মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া-নটাখোলা-কাশিনাথপুর-বগুড়া-রংপুর-বেলডাঙ্গা-বাংলাবান্ধা মহাসড়ক (বাঘাবাড়ী-চান্দাইঘোনা অংশ) (এন-৫) এর ৩৩.৮৩৫ কিলোমিটার এবং এলেঙ্গা-নলকা-হাটিকামরুল (এন-৪০৫) মহাসড়কের ৪.৫৬০ কিলোমিটার সর্বমোট ৩৮.৩৯৫ কিলোমিটার মহাসড়কে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে পিএমপি (সড়ক) কর্মসূচির আওতায় তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে (Double Bituminous Surface Treatment (DBST) কাজ সম্পন্ন করা হয়। নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কাজের গুণগতমান স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে নিশ্চিত করার দায়িত্ব সড়কে পরিবহন ও মহাসড়কে বিভাগের গত ২১-১০-২০১৪ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০১৫.০৭. ১১১.১৪-৬১৩ সংখ্যক স্মারক মারফত তাঁকে প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, সামান্য বৃষ্টিতে সড়ক ২টি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জনভোগান্তি সৃষ্টি করেছে মর্মে সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট মনিটরিং টিম ২২ গত ০৫-০৭-২০১৫ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে একটি সচিত্র প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, কাজের চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার M/s.Orient TRADING and Builders Ltd. (OTBL) কাজটি নিজে সম্পাদন না করে অন্য একজন ঠিকাদারকে দিয়ে সম্পাদন করিয়েছেন, যা অবৈধ ও অনৈতিক। এ বিষয়ে তিনি মূল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপও গ্রহণ করেননি। উল্লেখ্য যে, বিবেচনাধীন কাজ গত ৩০-০৬-২০১৫ তারিখ মাত্র সম্পন্ন হয়েছিল এবং এজন্য ১৫.৯৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কাজ তত্ত্বাবধায়ন করা তাঁর প্রধান দায়িত্ব এবং উপরন্তু এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট সরকারি নির্দেশনা রয়েছে। তদসত্ত্বেও কাজের গুণগতমান বজায় রাখায় বিষয়ে তিনি সরকারি দায়িত্ব পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং কর্তব্য কাজে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এতে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থেরও অপচয় হয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর উপর্যুক্ত কার্যকলাপের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ২১/২০১৫ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি-মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হবে না বা অন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে না, তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানির মাধ্যমে কোনো কিছু জ্ঞাত করাতে চান কিনা কিংবা তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি গত ০৪-০৮-২০১৫ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ৩০-০৮-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের উপসচিব জনাব মোহাম্মদ শফিকুল করিম কে গত ০৬-০৯-২০১৫ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ১৪-০৩-২০১৬ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে অভিমত ব্যক্তি করেন যে, উত্থাপিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি; এবং

যেহেতু, তদ্‌প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট কতিপয় বিষয় স্পষ্টীকরণসহ পুনরায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৬(২) অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শফিকুল করিম-কে গত ১৯-০৫-২০১৬ তারিখ অনুরোধ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ০৭-০৯-২০১৬ তারিখ পুন:তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে একই অভিমত ব্যক্ত করেন অর্থাৎ তদন্ত প্রতিবেদন এবং পুন:তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তার অভিমত অনুযায়ী উত্থাপিত অভিযোগ সন্দেহাতীভাবেপ্রমাণিত হয়নি; এবং

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব আহসান উদ্দিন আহমেদ (পরিচিতি নম্বর ৬০১৯৪৪), নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:) (সাময়িকভাবে বরখাস্ত), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা [প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:), সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগ] কে বিভাগীয় মামলা নম্বর ২১/২০১৫ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০২৪.১৫-২৯২—যেহেতু জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল হায়দার (পরিচিতি নম্বর ৬০১৯৩৩), নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), চুয়াডাঙ্গা সড়ক বিভাগ, চুয়াডাঙ্গা (প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া সড়ক বিভাগ)-এর সরাসরি তদারকিতে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে পিএমপি (সড়ক) এর আওতায় কুষ্টিয়া সড়ক বিভাগের অধীন কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের চেইনেজ ২১+৫১৫ হতে ৪৫+৭৭৫ পর্যন্ত মোট ২৪.২৬০ কিলোমিটার মহাসড়কে ৭.০৮ কোটি টাকা ব্যয় Double Bituminous Surface Treatment (DBST) কাজ সম্পন্ন করা হয়। গত ০৩-০৩-২০১৫ তারিখে কাজটির কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং ২৯-০৪-২০১৫ তারিখে কাজটি সমাপ্ত হয়; এবং

যেহেতু, কাজের গুণগতমান স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হচ্ছে কিনা নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে তা সরেজমিনে নিশ্চিত করার দায়িত্ব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের গত ২৬-০২-২০১৫ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০১৫.০৭.০২৮.১৫-১৭০ সংখ্যক স্মারক মারফত তাঁকে প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, কাজটি সমাপ্তির ২ মাসের মধ্যেই মহাসড়কটির বিভিন্ন অংশে পটহোলস সৃষ্টিসহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় মর্মে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপ-প্রধান (সওজ জিওবি) গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে একটি সচিত্র প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, কাজে ব্যবহৃত মালামালসহ কাজের গুণগতমান বজায় না রেখে কাজ করায় এবং যথাযথ তদারকির অভাবে মহাসড়কটি কাজ করার পরপর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে; এবং

যেহেতু, নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কাজ সরাসরি তদারকি করা তাঁর প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু কাজের গুণগতমান বজায় রাখার বিষয়ে তিনি সরকারি দায়িত্বপালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং কর্তব্য কাজে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এতে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থেরও অপচয় হয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর উপর্যুক্ত কার্যকলাপের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ২৪/২০১৫ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি-মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হবে না বা অন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না, তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোনো কিছু জ্ঞাত করাতে চান কিনা কিংবা তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি গত ১৭-০৮-২০১৫ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ১৩-০৯-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের উপসচিব (বর্তমানে যুগ্মসচিব) জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদারকে গত ২২-০৯-২০১৫ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ১৮-০১-২০১৬ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে উত্থাপিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে অভিমত ব্যক্তি করেন ; এবং

যেহেতু, তদ্‌প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট কতিপয় বিষয় স্পষ্টীকরণসহ পুন:রায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৬(২) অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার-কে গত ১৫-০৫-২০১৬ তারিখ অনুরোধ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ২৮-০৮-২০১৬ তারিখ পুন:তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে একই অভিমত ব্যক্ত করেন অর্থাৎ তদন্ত প্রতিবেদন এবং পুন:তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তার অভিমত অনুযায়ী উত্থাপিত অভিযোগ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হয়নি; এবং

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব মোহাম্মদ জিয়াউর হায়দার (পরিচিতি নম্বর ৬০১৯৩৩), নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:) চুয়াডাঙ্গা সড়ক বিভাগ, চুয়াডাঙ্গা (প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া সড়ক বিভাগ)-কে বিভাগীয় মামলা নম্বর ২৪/২০১৫ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।